শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা

উৎসর্গ
প্রিয়তমাসু

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহার 'তরঙ্গে'র কবিতাগুলি পড়ে আমার এত ভাল লেগেছে যে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই তরুণ কবিকে কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই 'ভূমিকা'র মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, কবিতার দুই জাত—ভাল এবং মন্দ। অন্য কোনও জাত বা শ্রেণীবিভাগ কবিতার বেলায় অনাবশ্যক। কোনও কবিতাকে ভাল প্রমাণ করতে হলে গুচ্ছেক কথারও দরকার নেই। পাঠকের মর্ম্মস্থল যদি স্পর্শ করতে পারে তা হলেই কবিতা সার্থক। সেদিক দিয়ে 'তরঙ্গে'র কবিতাগুলি সার্থক এবং নিঃসন্দেহে এগুলি ভাল শ্রেণীর কবিতা। তরুণ কবি সম্বন্ধে আমার এই আশা যে তিনি 'তরঙ্গে' যে লীলা-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তাঁর পরবর্ত্তী কাব্যে তা গভীরতার মর্য্যাদা লাভ করুক।

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা
১২ ভাদ্র, ১৩৫৬

শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিবেদন

'তরঙ্গ'র সংগঠনের কাজে যাঁরা আমাকে অকপটভাবে সাহায্য করেছেন আমি জানি শুধু মাত্র নিয়মতান্ত্রিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেই তাঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না। তবু তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা না জানালে ত্রুটি থেকে যাবে।

এদের কথা মনে করতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়ে স্বর্গীয় কবি রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীকে। গোড়াতেই তাঁর উৎসাহ না পেলে আমি অগ্রসর হতে পারতাম না। তাঁর পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

তারপর যাঁদেরকে স্মরণ করতে হয় তাঁরা হচ্ছেন শ্রীসুধাংশুকুমার সাহা, শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী। এঁদের সকলকেই আজ গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস—যাঁদের ঋণ কোন কালেই শোধ হবার নয়—তাঁদেরকে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করবো না—আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়েই আজকের মতো বিদায় নেবো।

কলিকাতা
১০ই ভাদ্র ১৩৫৬ বাং

বিনীত
গ্রন্থকার

উপহার
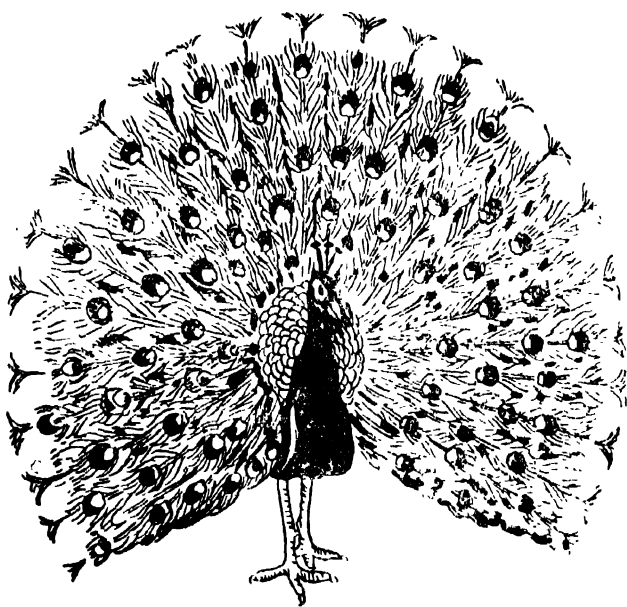
ভারতী লাইব্রেরী

ও কালো মেঘ, সাঁঝের অতিথ্ !

আভাসে কও একটি কথা ;

এই অবেলায় ঘুমিয়ে গেলে

না বুঝি' মোর গোপন ব্যথা ?

এই যে এই নিদ্ মহলে

তিমির তলে

একলা জাগি অশ্রুজলে,

অপরূপের রূপের কালো

বাস্ছি ভালো পরাণ ভরে ;

মিলন তরে মনের দোরে।

পীযূষ দিয়ে বেহুস্ করে
চাঁদের দেশের চাঁদনী বালা,
রূপালী তার ঠোঁটের চুমা
ঝিলিক ঝলে তারার মালা।

তাই কি তুমি বিভোর প্রিয়
মিলিয়ে দিয়ে হিয়ায় হিয়া?
ভাঙা মেঘের দুধ বালারা
আবেশ ঢালে আড়াল দিয়া।

ও কালো মেঘ, আকাশ চারী !
　　আভাসে কও একটি কথা,
বাজ্‌ল বাঁশী বাজ্‌ল নূপুর,
　　যেজন বাজায় রয় সে কোথা ?

আমার বুকের গোপন কোণে,
ভাবের বিরহিনী—বসি'
　　কোন ভাবনার জাল যে বোনে!
কল্পনাতে মনের মাঝে
সুদূর বধূর নূপুর বাজে,
বাঁশীর সুরের রেশ আসে ঐ
　　কাণ পেতে মোর প্রাণ তা শোনে।

হাসিস্‌নে সই চন্দ্রাননে !
  হাসিস্‌নি আর উপহাসি ;
বুক জোড়া ওই দাগটা কালো
  কেমন করে পড়লো আসি' ?
কালো দাগের ফাঁকে ফাঁকে
  কা'র কালো চোখ চেয়ে থাকে
সেই কালো দাগ সজাগ হ'য়ে
  আমার বুকে বাজায় বাঁশী ;
কাণে কাণে কইব তোরে
  কালোই আমি ভালবাসি ।

কে কি বলে কি যায় আসে
ওদের মনের পৃথক ধারা ;
শুকনো ধূলি বালিই শুধু
মরুর দেশের মানুষ যারা !
মধুর কি যে প্রণয় প্রীতি
কেমন করে বুঝবে তারা ?
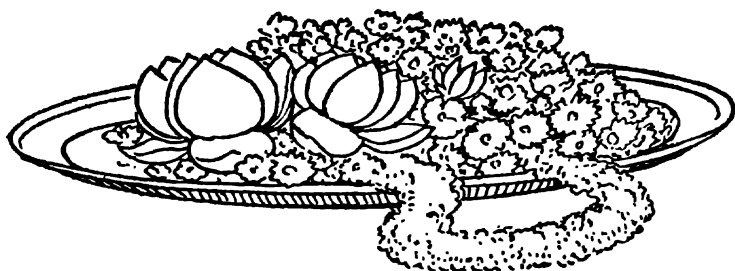
ভালবাসা এও না সই
সুলভ পাওয়া বাণের জল ;
ফল্গু হেন রসে ভরা
গূঢ় গোপন অতল তল ।
কলঙ্কিনী কুল নাশিনী
অনেক কিছুই বলবে লোকে ;
কলঙ্কেরি কালির তলে
প্রাণ জ্বলে মোর প্রেম আলোকে ।

দেখছ সখি ! সারা জগৎ
ঝিমায় ঘুমের আমেজ লেগে,
পলক হেসেই চাঁদের চাওয়া
ডুবছে আবার আঁধার মেঘে ।
এই যৌবন ঐ ফুল বন
দেহের জরা, বোঁটার খসা ;
কামনা যা' পুরাস ত্বরা
শেষ সবারি সমান দশা !

স্বপন এসে নিদ মহলে
ফুটিয়ে দিলে কল্প-কুসুম ;
সত্যি যেন নূপুর বাজে
বাইরে জগৎ ঘুমোয় নিঝুম

ক্ষণেক ঘরে ক্ষণেক দোরে
নিমেষ কাটে এমনি করে ;
ক্ষণেক এসে ফুল দোলাতে
একটুখানি দোল খেয়ে যায় ;
উন্মাদনায় ব্যাকুল যেন
নাভির বাসে মৃগীরই প্রায়
নীলাম্বরীর ঘোম্‌টা খুলি'
মাথার বেণী জড়িয়ে বুকে
কল্পনাতেই হৃদয় নাথে
জড়িয়ে ধরে মিলন সুখে ।

বাতায়নে বাতাস এসে
পরশ করে বুকের বসন,
মধুর লাজে কপোল রাঙে
ওষ্ঠে চাপে আধেক দশন !

যে প্রেমিকা ফুল শয়নে
মৌন মগন অচেতনে,
তার প্রণয়ী কাছে আসি
ডাকে তারে ভোর লগনে।

জাগো জাগো উঠ প্রিয়ে
অস্ত বিভাবরী ;
উদয় কাঞ্চন ছটা—
ধরিত্রী উপরি।
জাগো এসো তেয়াগিয়া
বিরহ শয়ন,
তোল মুখ খোল খোল
নিমিল নয়ন।
কনক বল্লরী ঘেরা
মাধবীর পুঞ্জ
ওর কাছে তুচ্ছ প্রিয়ে
নন্দন নিকুঞ্জ।
ডাকিছে কোয়েল বধু
মধু ভরা চিত্তে,
গুঞ্জরে ভ্রমর মাতে
প্রজাপতি নৃত্যে।
বহিছে মদিরা ঢালি
মলয়জ মন্দগ্
শিখিনীরে ঘিরি নাচে
শিখী মেলি চন্দ্রক।

কাননিকা কাননিকা অয়ি

চোখে চোখে চাহ একবার ;

তব কম কোরকের প্রাণরস কামী

আসিয়াছি আমি

হে নিগূঢ় প্রেমময়ী

সুদূরের প্রেয়সী আমার !

জাগল যদি চাইল নাত

রহস্য এমন ;

হায় রে প্রণয় কেমন করে

সেই প্রণয়ীর মন।

দেখছ কি সই ফুল ফোটা ঐ
সবুজ বনস্থল ;
ফুল ঝরা সব তরুর তলা
সৌরভে টলমল্ ।
এস প্রিয়ে এস আমার
ফুলের দিনের সাথী,
বনের ফুলে মনের ফুলে
মিলিয়ে মালা গাঁথি ।

তব জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জ
যৌবন রসে ভরা,
আমার প্রাণের পানের পাত্র
তব দেহ মূলে ধরা
সখি কি আছে তাহাতে ক্ষতি
তুমি নিঙারিয়া নিজে যদি
দু'এক বিন্দু দেহ উপহার
মরমের তৃষা হরা,
আমার প্রাণের পানের পাত্র
তব দেহ মূলে ধরা।

তব জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জ
প্রেম সুধা রসে ভরা,
মনোহারী তারি দূর সৌরভে
আসিয়াছি ছুটে ত্বরা।
সখি তুমি যদি কর দান,
তবে ঐ সুধা করি পান,
সঞ্জীবনীতে ঘুচে যাক মোর
সকল মৃত্যু জরা
আমার প্রাণের পানের পাত্র
তব দেহ মূলে ধরা।
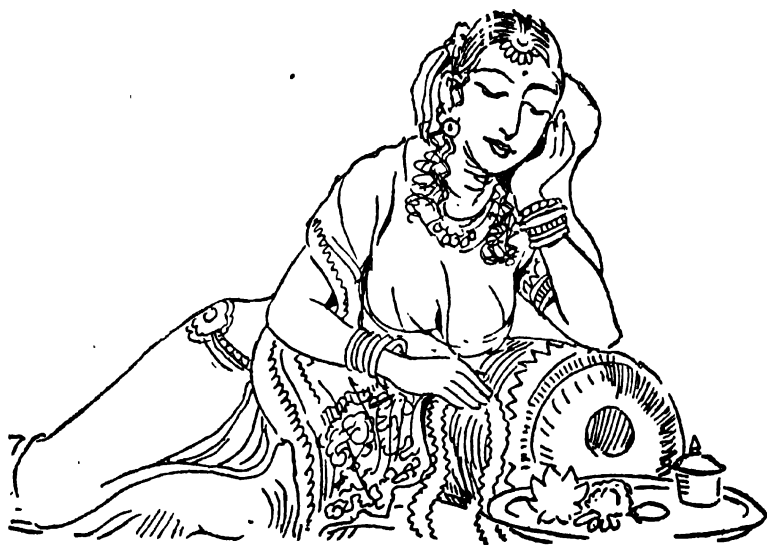
অজিন বল্কল চীর ধারী
হের ঐ ঋষি বনচারী
বাঁধি মন কঠিন প্রস্তরে
চলিয়াছে তপস্যার তরে
জন সঙ্গ ছাড়ি'
বন হ'তে বনান্তরে
মৌন ওষ্ঠ চাপি ওষ্ঠ 'পর।
লভিবারে অমরত্ব ধন
ঘোর কৃচ্ছ্র করে উদ্‌যাপন ;
কে জানে কি ফল তার
অথবা কি বিফল সাধন
জীবনেরে করি ব্যর্থতর ?

নত মুখ তোল না ললনা,
মৌন তুমি কোন অনুধ্যানে ;
পরমার্থ দেহাতীত সে কি ?
মগ্ন তুমি কোন মহাপ্রাণে ?

দেহ অন্তরালবাসী প্রাণ,
দেহ তারি প্রবেশ সোপান,
দেহ নয় দেবতার বেদী ;
এস প্রিয়ে এস ধীরে ধীরে
দেহ দিয়া দেহ মোর ঘিরে ;
তুই দেহ দেবেরে নিবেদি ।
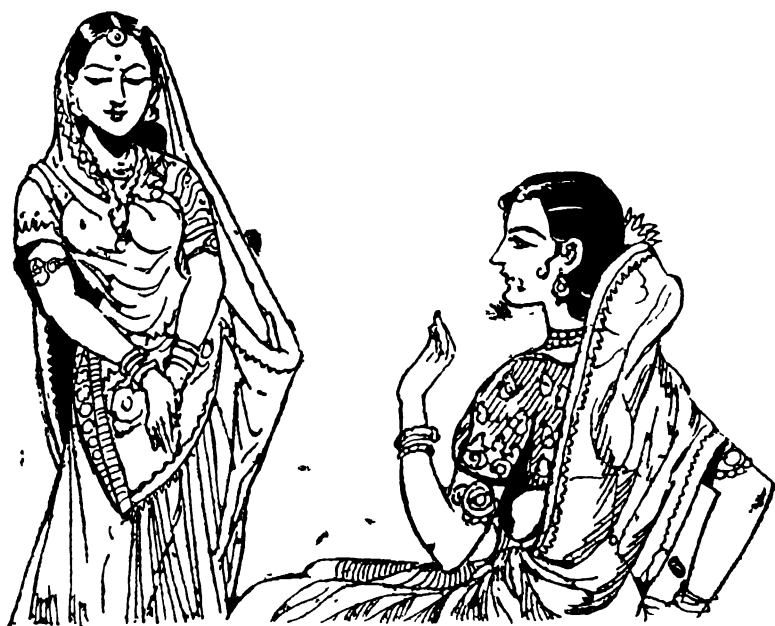
সুদেহিনী, সত্য কহি দেহ তুচ্ছ নয় ;
রাখিও প্রত্যয়
দেহ ধরি' নিজে ভগবান
বহুবার বহুরূপে এই বেণু বনে
করেছেন প্রেম অভিযান।
অভিজ্ঞান প্রণয়ে দোঁহার,
ইচ্ছামাত্র তুমি আমি তাঁর

ওঠ তবে ওঠ ওঠ প্রিয়ে

স্নান করি অনুরাগ জলে,

প্রেমকুঞ্জে পশিব দু'জনে

অভিনব ভাব কুতূহলে।

সোহাগিনী তবু যে বিমনন ?

বুঝি না কেমন তব মন।

তবু তব আনত নয়ন ?

ভেবে দেখ ক্ষণপ্রভা সম

ঐ দেহ ও রূপ যৌবন।

এত প্রেম এত অনুরাগ

ব্যর্থ এরে করোনা হেলায়

পুন আর পাবে নাকো খুঁজি

শুভ লগ্ন যদি বয়ে যায়।

তোল মুখ চাহ মোর চোখে ;

দেখ মোরে নতুন আলোকে।

নূতন আলোয় প্রণয়িনীর
অনুভবের নয়ন পুটে
সুদূর যুগের কল্প ছবি,
সোণার রেখায় উঠল ফুটে।
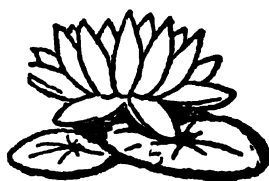
সে যে অপরূপ কিরূপ মাধুরী
তুলনা নাহিকো তায়,
নবঘন শ্যাম যৌবন ঠাম
কামে জিনি কম কায়।
উথলি উঠিছে রূপের লহরী
কৌমুদী নভে যথা,
চমকে দীপ্ত দামিনী শিহরি'
জীমূত নিকরে তথা।
সুঠাম কণ্ঠে তুলসীর মালা,
ভালে তিলকের লেখা,
অধর পরশে মোহন বাঁশরী,
নয়নে কাজল রেখা।
চুড়াতে শোভিছে ময়ূর পুচ্ছ
হরিত হীরক কিরণে,
মঞ্জীরে বাজে স্বর্ণ রসনা
রক্ত রাজীব চরণে।
অযুত যুবতী হেরিয়া মূরতি
অর্ঘিল রূপ যৌবন,
হে মাধব, ওগো বিশ্বের প্রিয়
তুমি সে হৃদয় রঞ্জন।

এই তব প্রেম চুম্বন তব
এই মৃদু মধু ভাষ,
জাগো জাগো জাগো জাগিয়াছি প্রিয়,
শিথিল বক্ষ বাস।

হৃদয় দেবতা, এসো এ হৃদয়ে
করিনু হৃদয় দান;
জীবনে মরণে তোমারি তোমারি
আমার এ দেহ, প্রাণ।

স্বপনে হেরিছ মোরে হায় প্রিয়ে প্রমুগ্ধ ছলনা,
বাস্তবেরে আরোপিত রূপে
অরূপেরে হের অপরূপে।
স্বরূপে তোমার পাশে আসিয়াছি ডাকিছি ললনা।
উদাসিনী প্রিয়া মোর
দেখ চেয়ে উষার কিরণে
জেগেছে কানন তল ফুলে,
বকুল ঝরেছে তরু মূলে,
ভাঙা মেঘ রাঙা হল উদয়ের রাগ বিকীরণে।
তোমার কপোল তলে,
পড়িল কি সেই হৈম রাগ?
কিসের সঙ্কোচ তব প্রিয়ে
ঢাক মুখ চেলাঞ্চল দিয়ে?
যৌবন চকিত দেহ থাকে যদি
অসম্বৃত থাক্।

প্রাণপ্রিয় প্রিয়তম
নিরমম হায়,
মিলনে জাগালে একি
বিরহ ব্যথায়।
নিভৃত হৃদয় তটে
যে রবে নূপুর রটে,
যে সুরে বাজিয়া বাঁশী
মীড়ে মূরছায়,
সে সুধা সুরের ধারা
চকিতে হারায়।

এইত ক্ষণেক আগে পরশ দিয়া
হরষে হিয়ার 'পরে মিলালে হিয়া,
সুগভীর অনুভবে
মোর প্রতি অবয়বে
তব অবয়ব মিশে এক হ'য়ে যায়,
কেন সে ভাঙ্গিলে মোহ
স্বপন মায়ায়।

স্বপনে হাসিলে সে যে চাঁদের আলো,
সে হাসির তলে ছিল মরণ ভালো !
জাগরণে দেখি চেয়ে
রজনী গিয়াছে বেয়ে,
বাসনার বাসি মালা কাজ নাহি তায়
মিলনে জাগালে একি বিরহ ব্যথায় !

কে তুমি কে তুমি আমার দেবতা।
সত্য এলে কি নাথ?
বিরহ অনলে অভাগীর হিয়া
দগ্ধ যে সারারাত!
এস এস এস প্রাণ প্রিয়তম,
এসো মরমের মায়া—
মনো মন্দিরে অর্গলি তোমা
কায়াতে মিলাই কায়া।

না না ভুল মোর—হা প্রিয় তুমি যে
নিষ্ঠুর নিরদয়,
কুহকী ছলনা তোমার এ প্রেম
অনৃতের অভিনয়।
যাও যাও যাও সরে যাও দূরে
মন তব যারে চায়,
যেথায় পোহালে রূপের রজনী
বঞ্চিয়া অবলায়।

ওকি ! তবু তুমি দাঁড়িয়ে নিলাজ,
মুখ তুলে হেসে চাও,
ওরূপ বিরূপ হেরব না আর
সরে যাও—চলে যাও।

মরি মরি বিশ্ব বিমোহিনী।
হেন রূপ কভু দেখি নাই,
কোন ঠাঁই
এ তিন ভুবনে।—
দেহ-বীণা-তারে যেন বাজিছে সোহিনী !
অভিমানে আরক্ত বয়ান,
রক্তিম নয়ান ;
অধরোষ্ঠ কাঁপিছে সঘনে।
বুকের কোরক থর থর,
মৃদুতর—
প্রচ্ছন্ন পরাগ করে দান।
নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত স্ফুরিত,
ললাটে কুঞ্চন রেখা দু'টি ;
কম্বু কণ্ঠে সিন্ধু ফেনায়িত
স্বেদ বিন্দু উঠিয়াছে ফুটি।
ভাষাতীত কি কহিছ বাণী
মৃগ নেত্র অচঞ্চল করি ?
দেবি তুমি হৃদয়ের রাণী,
মুগ্ধ আমি হেরি দিঠি ভরি'।
এস প্রিয়ে এস এস এস
পূর্ণ কর এ তৃষিত প্রাণ
প্রেম পাশে দেহ প্রাণে মেশো,
সুধারসে করি দোঁহে স্নান !

বধির পাষাণ প্রিয়ার কানে
পশলো না তার প্রেমের কথা ;
অভিমানের ঘোম্‌টা চিরি'
কথার মুখে ফুটলো ব্যথা ।

মনের তাপে ওষ্ঠ কাঁপে মান বিধুরা ;
কইতে কথা কণ্ঠে টুটে ভাব আতুরা।
উঠলো দুলে বিভাব জোয়ার
উঠলো ফুলে বুকের কূল,
স্বর্ণ জবা রত্ন প্রভা কানের দু'টি
ঝুম্‌কো দুল।

নিশাস বায়ে ব্যথার পরাগ পড়ল ব্যেপে,
প্রাণের পাঁজর বিফল আশায় উঠল ছেপে ,
আখির পুটে
আপনি ছুটে
বেরিয়ে এল নয়ন জল
মুক্তা ফল।
বক্ষ লীনা কইলো কেঁদে হেরব না আর ;
চাইব না আর বসন দিয়ে বাঁধব চোখ
নয়ন দুটি অন্ধ হোক।
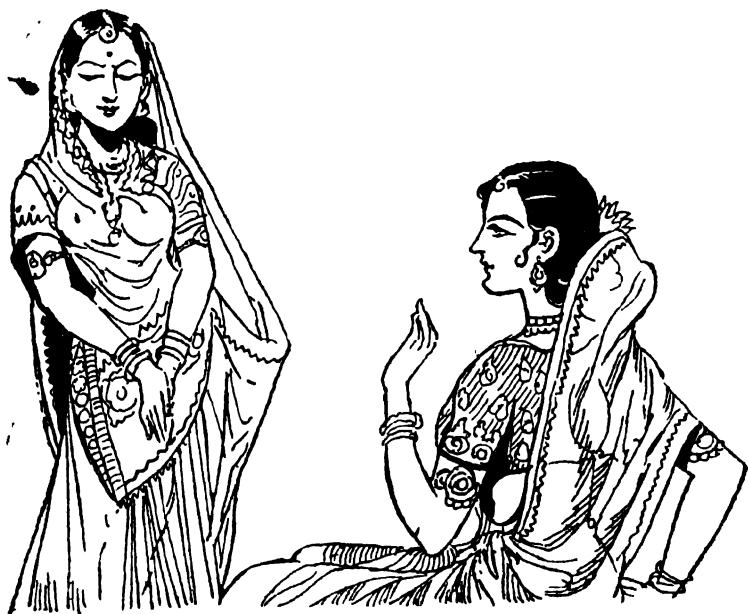
পথ ছেড়ে দাও আগলে কেন,

ফিরব বনে বিবাগিনী ;

তোমার তরে দূর প্রেমিকা

বাতায়নে একাকিনী।

অপরাধী বলে মনে কর যদি
ক্ষমা করো করো ক্ষমা,
কল্প-কাননে তোমারে খুঁজেছি
কল্পিতা মনোরমা।
তব রূপের রূপক বিভা
দিয়ে রচেছি আমার দিবা,
রাতি চন্দ্রিতা তব চাঁদ মুখে কভু
কেশ জালে ঘণতমা।

সেই দিন আর সেই রাত দিয়ে
গড়েছি ভেতর বার
ভেতরে বাহিরে বাহিরে ভেতরে
চলে প্রেম অভিসার।
তুমি এই আছ এই নাই
তাই চকিতে হারাই পাই
আলো ও ছায়ার জোয়ার ভাটায়
তুমি প্রহেলিকা সমা।

খোল মিলনের দ্বার,
প্রেমের আলোকে তোল উদ্ভাসি'
বিরহ অন্ধকার।
আজি ভোল মান অভিমান,
ওগো মনেতে মিলাও প্রাণ
হোক বাহুর নিগড় বক্ষের পড়ে
অবসান বেদনার।

কেন ভ্রূভঙ্গে ফিরালে মুখ,
বসনাঞ্চলে ঢাকিলে বুক।
ওষ্ঠ কুঞ্চে অশেষ ঘৃণা
ছিন্ন তন্ত্রী কণ্ঠ বীণা;
টোল পড়ে দুটি নিটোল গালে,
রাঙিয়া রাঙিয়া ক্রোধের লালে।

কঠিনা এমন নবীনা বালা,
কুসুম পরশে কাঁটার জ্বালা।
কি দোষ করিনু ক্ষমা কি নাই
দেহের দুয়ারে দিলে না ঠাঁই।

ফিরতে হ'লো হায় প্রণয়ী !

প্রণয় ব্যথা বক্ষে বহি ;

চল্লো ধীরে উদাস বেশে

শ্বেত শৈল সানুর দেশে।

সেথায় কঠিন শিলার 'পরে

হাহাকারে আছড়ে পড়ে

চোখের জলে ভাসছে আশা

এই কিরে তার ভালোবাসা !

দীর্ঘ দিনের এই বিরহে,
নিদাঘ ঋতু চল্‌ল বয়ে।
তারি যেন দীর্ঘশ্বাসে
মেঘের পুঞ্জ ঘনিয়ে আসে।
আষাঢ় এলো আকাশ কালো
আলোর থেকে আঁধার ভালো।
মেঘের জলে বক্ষ সেবে
ক্লান্ত প্রিয়ার অশ্রু ভেবে।

আঁধার মেঘ ছায়া তলে
কি জানি সে কোথা চলে ;
গুরু গুরু ডাক্‌ছে দেয়া
বুকের কাঁটায় ফুট্‌ছে কেয়া

*

*　　　　*
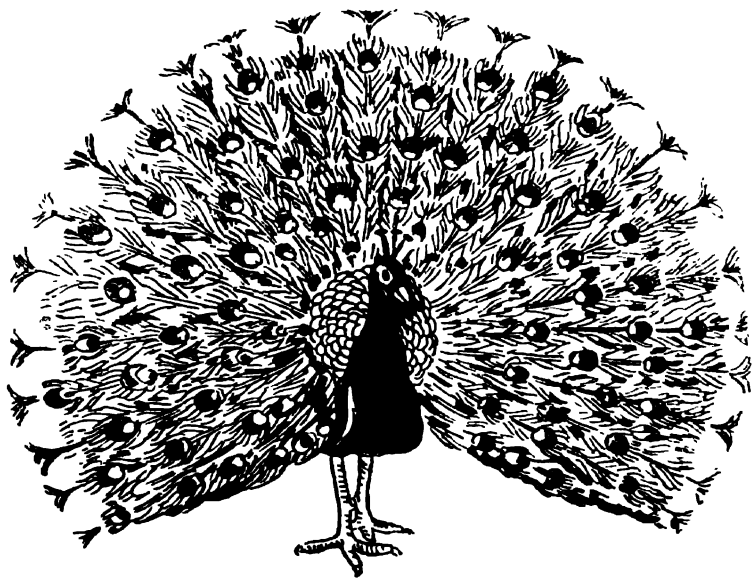
সামনে উপল সীমন্তিনী
যমুনা নাম তরঙ্গিনী ;
বেণী রচি মিলন আসে
যাচ্ছে নেচে সাগর পাশে ।
তারে দেখি' ভাবল মনে
অভিজ্ঞান এক এর-ই সনে ;
দিই পাঠিয়ে প্রিয়ার তরে—
কিন্তু কি আছে মোর হিয়ার ঘরে !

*　　　　*

*

"ওগো নদী," কইলো কাঁদি ;
স্রোত আঁচলে লও এ বাঁধি
আমার দুখের পরম দান
চোখের জলের অভিজ্ঞান।...

সেথায় যেয়ে বারেক ডাকি'
বলো তারে কাজল আঁখি ;
চাও ফিরিয়ে হাতটি তুলে
তোমার স্রোতের আঁচল খুলে,
অশ্রু মণির লও এ কনা
দূর বিদায়ের শেষ রচনা !

দূর বিদায়ের শেষ রচনা কি
মরণের অবদান ;
হতাশ প্রেমিক উদাস বিরহে
শেষে কি ত্যজিল প্রাণ !
হে যমুনা তব কাল জল চেয়ে
হয়ত তাহার কাল চোখ ছেয়ে
কাজল গলানো কাঁদনের ধারা
করিবে কপোল ম্লান ;
কোথায় তখন রহিবে তাহার
অকারণ অভিমান !

তারে দেখিলে চিনিবে ধনুকের মত
আঁখি দুটি তার বাঁকা,
মধ্য আয়ত কালো দিঠি তার
হরিণীর মত আঁকা।
পক্ষের সারি সায়কের মত
কামনায় করে নিমেষ আহত
শর শয্যায় নায়ক চিত্ত
সাধ করে পড়ে থাকা।

বক্ষে যাহার সাগরের ঢেউ
বিপুল বিরহে কাঁপে
ভাবের আবেগ ওঠে দুলে দুলে
গোপন স্বভাবে চাপে।
সারা দিনমান ত্রিযামা যামিনী
কি জানি কি ভাবে কাটায় কামিনী ;
জেগে থাকে আর চেয়ে থাকে, আর
মনে মনে কি যে ভাবে।

চলে চঞ্চল যমুনার জল

উতরোল কল কলে

মেঘ মায়াময় আকাশের ছায়া

পড়ে তার নীল জলে।

ডোরা কাটা লঘু ওড়নার প্রায়।

আলো আর ছায়া খেলে তার গায়

বলাকার পাখা কাঁপে আঁকা-বাঁকা—

সাদা মেঘ ভেসে চলে।

হে নীল নিচোলা তটিনী নটিনী
রেখো মনে মনে রেখো ;
উপলে পা রেখে তুপল দাঁড়িয়ে
প্রিয়ারে চাহিয়া দেখো।
তীর তমালের ফাঁকে ফাঁকে তার
আভাস পাবে সে কালো বেণীটার,
বিলোল বকুল মালা দোলে তার
অলস শ্রোণীর তলে।

রাখালের বাঁশী অনুসরি' যেয়ো
আঁকা বাঁকা বন পথে ;
ঝরা বন ফুল ভেসে চলে যাবে
এঁকে বেঁকে তব স্রোতে।
মাখামাখি হবে শীকরে পরাগে,
সন্ধ্যা আসিবে সিঁদূরিয়া রাগে
জল ফেলে জল ভরিতে আসিবে
গ্রাম বধূ লঘু পদে,
অলস কলস ভরিয়া লইবে'
তৃণ শ্যাম তট হ'তে।

তব তট পথে চলিবে বধূর দল,
সন্ধ্যার শেষে শেষ করি ভরা জল।
বনান্তরালে বহুক্ষণ ধরি'—
বেজে থেমে গেল কাহার বাঁশরী
সুরের বিরহে বিরহিনী তারা
আঁখি করে ছল ছল।

আকাশের তারা সোনার প্রদীপ
জ্বালাইবে সারি সারি ;
তোমার বক্ষে আসিয়া পড়িবে
সুদূরের আলো তারি।
দূর নভ কোণে বাঁকা চাঁদ এসে
স্বপনের মত দাঁড়াইবে হেসে,
স্থলে জলে নভে সে হাসি ছড়াবে
অপরূপ মনোহারি।

আর এক আলো আছে
মাটির প্রদীপ নিয়ে কে দাঁড়াল
নিরালা গৃহের সাঁঝে।
সে যে দাঁড়ায়েছে বাতায়নে,
একা চেয়ে আছে আন্‌মনে ;
তার দুটি চোখে ফোটে অপরূপ দুটি
স্থির সন্ধ্যার তারা
তার চন্দ্রিকাহীন মুখ চন্দ্রমা,
কপোলে অশ্রুধারা।

তরঙ্গ
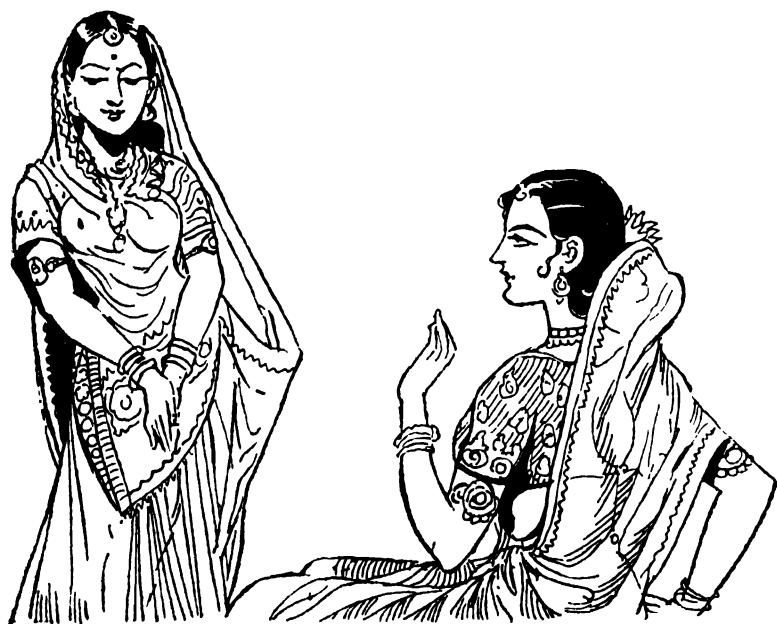
সাঁঝের প্রদীপ ঢাকি সাবধানে
নীল আঁচলের তলে,
গৃহ হতে এক বাহিরিল বালা
শ্রাবণের ধারা জলে
তার কেশ বাস ওড়ে বায়,
হায় নিভে বুঝি দীপ যায় ;
কোন তারা তার ধ্রুবতারা নভে
অগণিত তারা জ্বলে।

ওগো নদী তব জল কলরব
পশে যদি তার কাণে
বাঁশরীর সুর ভেসে আসে বুঝি
ভাবিবে সে অনুমানে
বাঁশী যে বাজায় সে নেই সেথায়
তব তট পথে নীরব ব্যথায়
দাঁড়ায়ে রবে সে বিরহ বারিধি
উথলিবে তার প্রাণে।

কলভাষে তুমি বলো বলো তারে
হাতছানি দিয়ে ডাকি
আমি তারি দূতী, বিরহ যাপিছ
হে নারী যাহার লাগি।
আমি বারতা এনেছি তারি
সে যে তোমা লাগি বনচারী!
মনোচারী সে যে মনে মনে ফেরে
তোমারি যে অনুরাগী!

তুমি মেলে ধর করতল
আমি এনেছি দু'ফোঁটা জল
অভিজ্ঞান এ তারি অশ্রুর
দেখিলে বুঝিবে নাকি?

আরও বলো বুঝিয়ে তারে,
আসবে আলোক এই আঁধারে।
এই বিরহের সাগর পারে
মিলন এসে হাসবে দ্বারে।
দুঃখ কিসের কিসের লাজ,
সাজাও গিয়ে বাসর সাজ।
আসছে শারদ পূর্ণিমাতে
মিলন হবে দুইজনাতে।

সমাপ্ত